

এনডিপি-স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি-রূপরেখা

১ম সংস্করণ

জুলাই ২০১৭ থেকে কার্যকরী



ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ী, শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

ফোনঃ ০৭৫১-৬৩৮৭০-৭১; ফ্যাক্সঃ ০৭৫১-৩৮৭৭

ই-মেইলঃ akhan_ndp@yahoo.com

ওয়েবঃ www.ndpbd.org

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

প্রধান কার্যালয়

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ী, শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ

কর্মসূচি রূপরেখা (Programme Design)

এনডিপি-স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি (Health Service Programme-HSP)

১. ভূমিকা :

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ একটি দেশ। দুর্যোগ আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বড় অন্তরায়। প্রতি বছরই বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে বন্যা, খরা, শৈত প্রবাহ, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, জলোচ্ছাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অন্যতম। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-মধ্যমাঞ্চল তথা সিরাজগঞ্জ জেলা ও এর পাশ্চাত্য জেলাসমূহ যেমন পাবনা, নাটোর, বগুড়া, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ ইত্যাদি যমুনা-পদ্মা অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় এই সকল জেলা সমূহ বর্ষা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমানভাবে বিপদাপন্ন। প্রতি বছরই আমাদের এই সমস্ত দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। ১৯৮৮ সালের স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা এবং পরবর্তী ১৯৯০ সালের বড় বন্যায় দেশের অন্যান্য এলাকার মত উত্তর জনপদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৎকালীন সময়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা বন্যাকালীন ও বন্যা পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করে দর্গত মানুষের দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা করে। এনডিপির প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দীন খান সে'সময় দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার সাথে থেকে এলাকার দর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময়গুলিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে দর্গত মানুষের দুর্গতি অনুধাবন করে তাঁর মনে হয়েছে এই ধরনের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম দুর্যোগ মানুষের সীমাহীন সমস্যার ক্ষণস্থায়ী সমাধান হলেও এটা কখনই টেকসই কোন পদ্ধতি নয় এবং কার্যত এই প্রক্রিয়ায় কখনই মানুষ দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবে না। তিনি অনুধাবন করলেন একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার যে প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ মানুষের পাশে দাঁড়ানো যাবে তাৎক্ষণিক দুর্দশা লাঘবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা যাবে ক্ষতিগ্রস্ত, শোষিত, বঞ্চিত, প্রান্তজনকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে এসে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ ও সমাজ বিনির্মাণে যেখানে সমাজের প্রতিটি মানুষ অধিষ্ঠিত হবে মানবিক মর্যাদায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালের ১লা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি।

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি একটি স্বচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক, অমুনাফাভোগী, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা যা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ ও সমাজ বিনির্মাণে শোষিত বঞ্চিত প্রান্তজনকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসতে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা মানুষের মৌলিক অধিকার তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষকে মর্যাদাপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এনডিপি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এনডিপি'র কর্মএলাকা বর্তমানে সিরাজগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলায় বিস্তৃত। যমুনা-পদ্মা নদী ও চলন বিল বিধৌত এসব এলাকায় অনেক চরাঞ্চল ও পিছিয়ে পড়া জনপদ আছে যেখানে মানুষের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসেবায় অভিজ্ঞতা খুব কম কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাই বললেই চলে। এসব এলাকার মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কিংবা কুসংস্কার ও অপচিকিৎসায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া দেশে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবার মান সম্পর্কে জনগণের মধ্যে অসন্তুষ্টি রয়েছে। রোগীদের চিকিৎসা ব্যয়বহুল হওয়ার জন্য উচ্চ সেবা-মূল্য ও অহেতুক পরীক্ষা নিরীক্ষাকে দায়ী মনে করা হয়। সরকারী ও বেসরকারী খাতে স্বাস্থ্য সেবা দানের জন্য সম্মিলিতভাবে যে অর্থায়ন হয় তা পর্যাপ্ত নয়। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর নানাবিধ স্বাস্থ্য চাহিদা ও স্বাস্থ্য ব্যয় মেটানোর লক্ষ্যে সকলের সমন্বিত প্রয়াসের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো প্রয়োজন। বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও এদেশের জনগণের বিশাল অংশ এখনও গরীব। স্বাস্থ্য হচ্ছে উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রুগ্ন স্বাস্থ্য দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ এবং জ্ঞান আহরণে অন্তরায়। স্বাস্থ্যের সাথে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের যোগসূত্র রয়েছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটলে আয় বাড়বে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি তাঁর কর্ম এলাকায় বসবাসরত বিশেষতঃ প্রান্তিক দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ (নারী, শিশু ও বয়স্ক) জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করার লক্ষ্যে সংস্থা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অর্জিত আয় ব্যবহার করে “স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি” নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে।

২. কর্মসূচির নাম : স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি (Health Service Programme-HSP)

৩. কর্মসূচির লক্ষ্য :

৩.১ কর্ম এলাকায় বসবাসরত বিশেষতঃ প্রান্তিক দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ (নারী, শিশু ও বয়স্ক) জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করা।

৩.২ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন-ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে স্বাস্থ্য সেবার মান সম্প্রসারণ করা।

৪. কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

- ৪.১ মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের অভিগম্যতা সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করা;
- ৪.২ স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা ও ডাক্তারী পরামর্শ গ্রহণপূর্বক ঔষধ ব্যবহারের অভ্যাস তৈরী করা;
- ৪.৩ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি-স্তর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা। পুষ্টিকর খাবার প্রাপ্তি সহজকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের ফল ও শাক-সজির উৎপাদন বৃদ্ধিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
- ৪.৪ মা ও শিশুর অপুষ্টির হার হ্রাস করা এবং শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- ৪.৫ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রসব এবং প্রসূতি ও নবজাতকের পরিচর্যা বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- ৪.৬ শিশু, কিশোরী ও গর্ভবতীদের প্রয়োজনীয় টিকা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- ৪.৭ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং বয়োবৃদ্ধদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবার সূযোগ সৃষ্টি করা;
- ৪.৮ কমিউনিটি ক্লিনিক, স্থানীয় সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতাল/প্রাইভেট ক্লিনিকের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সূচিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন হাসপাতাল বা ক্লিনিকসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা;
- ৪.৯ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী সৃষ্টি করা;
- ৪.১০ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন-ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে স্বাস্থ্য সেবার মান সম্প্রসারণ করা;
- ৪.১১ কিশোর-কিশোরী দল গঠন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান উন্নয়নে কাজ করা।

৫. কর্মকৌশল :

- প্রতিটি শাখা অফিসে প্যারামেডিক বা সমমানের ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক (প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট) এর সক্রিয় তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন।
- স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দিনের প্রথমার্ধে খানা পরিদর্শন করবেন এবং উঠান বৈঠক আয়োজন ও পরিচালনা করবেন। খানা পরিদর্শনকালে পরিবারের স্বাস্থ্য পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবেন এবং সচেতনতা সৃষ্টি/বৃদ্ধি করবেন। উঠান বৈঠকে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক কাজ করবেন।
- দিনের দ্বিতীয়ার্ধে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, অফিসে স্থাপিত স্টাটিক ক্লিনিকে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত রোগীদের স্বাস্থ্য পরামর্শ দিবেন, ঔষধ বিতরণ করবেন এবং ঔষধের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।
- মাঝে মাঝে ন্যূনতম এমবিবিএস ডাক্তার বা বিশেষায়িত চিকিৎসক দ্বারা সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা বিশেষায়িত (চক্ষু, নাক-কান-গলা, হৃদরোগ, ডায়েবেটিস, চর্ম-যৌন ইত্যাদি) রোগের চিকিৎসার জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করবেন।

- সংস্থার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে উদ্ভাবনী কাজের জন্য একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মকর্তা নিয়োগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা।
- স্বাস্থ্য, চিকিৎসা পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার আলোকে পরিচালনা।
- সংস্থার পক্ষে একজন ফোকাল পয়েন্ট বিষয়গুলি নিয়মিত তদারক করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন।
- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ভবিষ্যতে একজন এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হবে যিনি ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করবেন।

৬. কর্ম এলাকা :

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা সংখ্যা	গ্রাম/ওয়ার্ড সংখ্যা
১	সিরাজগঞ্জ	০৮ টি	৭৩ টি	৪৫২ টি
২	বগুড়া	০২ টি	১৬ টি	৬৫ টি
৩	পাবনা	০১ টি	০২ টি	১৭ টি
মোট :	০৩ টি	১১ টি	৯১ টি	৫৩৪ টি

নোট : সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভবিষ্যতে এই কর্মসূচির কর্মএলাকা পর্যায়ক্রমে সংস্থার সমগ্র কর্মএলাকাব্যাপি বিস্তৃত করার পরিকল্পনা থাকবে।

৭. লক্ষিত জনগোষ্ঠি :

- বর্ষায় ৩ টি জেলার ১১ টি উপজেলার ৯১ টি ইউনিয়ন/পৌরসভার আওতাধীন ৫৩৪ টি গ্রামের প্রায় ৩৫,০০০ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের প্রায় ১,৭৫,০০০ নারী, পুরুষ, প্রবীণ ও শিশু।
- নোট : ভবিষ্যতে কর্মএলাকা সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে লক্ষিত জনগোষ্ঠি বৃদ্ধি পাবে।

৮. কর্মসূচি বাস্তবায়নকাল : এই কর্মসূচি ২০০৯ সাল থেকে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। শুরু (২০০৯ সাল) থেকে জুন ৩০, ২০১৭ পর্যন্ত সময়কে একটি অধ্যায় বা ধাপ বিবেচনা করে ৩০.০৬.২০১৭ তারিখে প্রথম ধাপের কাজ সমাপ্ত করে জুলাই ০১, ২০১৭ ইং তারিখ থেকে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য এই কর্মসূচি প্রনয়ন করা হলো।

৯. কার্যক্রম :

স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির কার্যক্রমগুলি হবে নিম্নরূপ :

- ৯.১ জনবল (প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে একজন করে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা) নিয়োগ। যেহেতু চলমান কর্মসূচি সেহেতু যারা আগে থেকে কাজ করছেন তাঁরাই ধারাবাহিক কাজে নিয়োজিত থাকবেন। যদি কোন কারনে পদ শূন্য হয় তবে শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হবে।
- ৯.২ প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন;
- ৯.৩ খানা পরিদর্শন;
- ৯.৪ উঠান বৈঠক আয়োজন ও পরিচালনা;
- ৯.৫ স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি, নবায়ন ও স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে সেবা প্রদান;
- ৯.৬ স্টাটিক ক্লিনিক আয়োজন ও পরিচালনা;
- ৯.৭ স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন পরিচালনা;
- ৯.৮ স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন ও পরিচালনা;
- ৯.৯ স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার আলোকে পরিচালনা;
- ৯.১০ রেফারেল সার্ভিস;
- ৯.১১ ঔষধ বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ৯.১২ পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনে সহযোগিতা;
- ৯.১৩ সংযোগ স্থাপন;

- ৯.১৪ দিবস উৎযাপন ও র্যালিতে অংশগ্রহণ;
- ৯.১৫ ব্লাড গ্রুপিং ও তথ্য সংরক্ষণ;
- ৯.১৬ স্যানিটেশন ও হাতধোয়া কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সচেতনতামূলক পোষ্টার বিতরণ;
- ৯.১৭ তথ্য ও রেজিস্টার সংরক্ষণ;
- ৯.১৮ মিটিং আয়োজন/অভিভাবক সমাবেশ;
- ৯.১৯ মনিটরিং সুপারভিশন-শিক্ষা সুপারভাইজার কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং ও সুপারভিশন। ফোকাল পয়েন্টসহ প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং।

১০. কর্মসূচির জনবল : স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/প্যারামেডিক-১৮ জন, হাসপাতাল পর্যবেক্ষক-০১ জন। এছাড়া অনতিবিলম্বে একজন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মকর্তা (ন্যূনতম এমবিবিএস ডাক্তার) নিয়োগ দেয়া হবে।

১১. ফলাফল :

- ১১.১ মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হবে এবং বৃদ্ধি পাবে;
- ১১.২ স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা ও ডাক্তারী পরামর্শ গ্রহণপূর্বক ঔষধ ব্যবহারের অভ্যাস সৃষ্টি হবে;
- ১১.৩ দরিদ্র জনগোষ্ঠী পুষ্টি-স্তর উন্নয়নে সচেতন হবে। পুষ্টির খাবার প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন ধরনের ফল ও শাক-সজির উৎপাদন বৃদ্ধিতে জনগণ উদ্বুদ্ধ হবে;
- ১১.৪ মা ও শিশুর অপুষ্টি হার হ্রাস পাবে এবং শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমে আসবে;
- ১১.৫ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রসব এবং প্রসূতি ও নবজাতকের পরিচর্যা বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে উঠবে;
- ১১.৬ শিশু, কিশোরী ও গর্ভবতীদের প্রয়োজনীয় টিকা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে;
- ১১.৭ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং বয়োবৃদ্ধদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টি হবে;
- ১১.৮ কমিউনিটি ক্লিনিক, স্থানীয় সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতাল/প্রাইভেট ক্লিনিকের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সূচিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন হাসপাতাল বা ক্লিনিকসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক করে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য হবে;
- ১১.৯ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী সৃষ্টি হবে।

১২. নির্ধারিত বাজেট ও তহবিলের উৎস : ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য নির্ধারিত বাজেট = ৪৫,৮৮,৬০০.০০ (পয়তাল্লিশ লক্ষ অষ্টাশি হাজার ছয়শত) টাকা মাত্র। ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট বছরের শুরুতে বাজেট বরাদ্দ করা হবে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বিস্তারিত বাজেট বিবরণী সংযুক্তি-০১ এ দেখানো হলো।

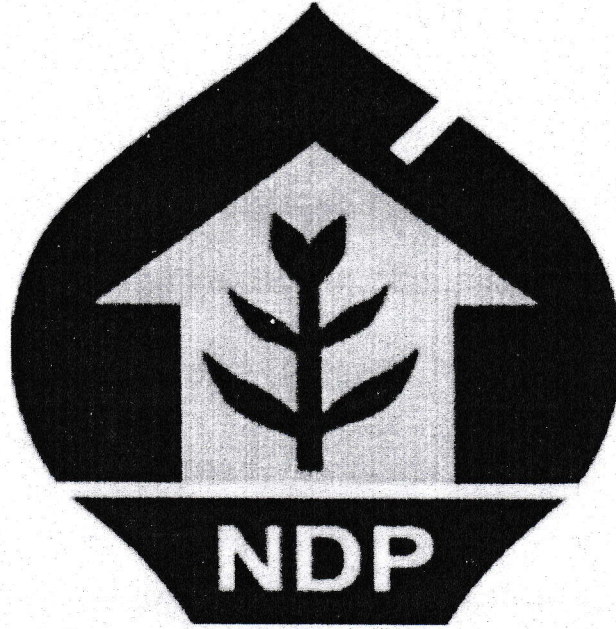
১৩. মনিটরিং ও সুপারভিশন : সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকদের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য অফিসারগণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। শাখা ব্যবস্থাপক, এরিয়া ম্যানেজার, যোনাথ ম্যানেজারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন, পর্যবেক্ষনে প্রাপ্ত অসঙ্গতিসমূহ দূরিকরণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন ও নিয়মিত ফলোআপ করবেন। ফোকাল পয়েন্ট মাঝে মাঝে কর্মসূচি পরিদর্শন করে কর্মসূচির গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে যথাযথ দিক নির্দেশনা দিবেন। প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা যেমন পরিচালক (কর্মসূচি), নির্বাহী পরিচালক মাঝে মাঝে কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন ও যথাযথ মান অর্জনে দিকনির্দেশনা দিবেন।

১৪. প্রতিবেদন প্রণয়ন, নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন : কর্মসূচির মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হবে। প্রধান কার্যালয় নিরীক্ষা এবং মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক কর্মসূচির কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। প্রতি বছর কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হবে।

===0===

এনডিপি-শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি-রূপরেখা

১ম সংস্করণ
জুলাই ২০১৭ থেকে কার্যকরী



ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ী, শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

ফোনঃ ০৭৫১-৬৩৮৭০-৭১; ফ্যাক্সঃ ০৭৫১-৩৮৭৭

ই-মেইলঃ akhan_ndp@yahoo.com

ওয়েবঃ www.ndpbd.org

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

প্রধান কার্যালয়

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ী, শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ-৬৭০৩

কর্মসূচি রূপরেখা (Programme Design)

এনডিপি-শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (NDP-Education Support Programme-ESP)

১. ভূমিকা :

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ একটি দেশ। দুর্যোগ আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বড় অন্তরায়। প্রতি বছরই বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে বন্যা, খরা, শৈত প্রবাহ, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণীঝড়, শিলাবৃষ্টি, জলোচ্ছাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অন্যতম। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-মধ্যমাঞ্চল তথা সিরাজগঞ্জ জেলা ও এর পাশ্চাতী জেলাসমূহ যেমন পাবনা, নাটোর, বগুড়া, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ ইত্যাদি যমুনা-পদ্মা অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় এই সকল জেলা সমূহ বর্ষা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমানভাবে বিপদাপন্ন। প্রতি বছরই আমাদের এই সমস্ত দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। ১৯৮৮ সালের স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা এবং পরবর্তী ১৯৯০ সালের বড় বন্যায় দেশের অন্যান্য এলাকার মত উত্তর জনপদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৎকালীন সময়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা বন্যাকালিন ও বন্যা পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করে দূর্গত মানুষের দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা করে। এনডিপির প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দীন খান সে সময় দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার সাথে থেকে এলাকার দূর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সে সময়গুলিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে দূর্গত মানুষের দুর্গতি অনুধাবন করে তাঁর মনে হয়েছে এই ধরনের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম দৃষ্টি মানুষের সীমাহীন সমস্যার ক্ষণস্থায়ী সমাধান হলেও এটা কখনই টেকসই কোন পদ্ধতি নয় এবং কার্যতঃ এই প্রক্রিয়ায় কখনই মানুষ দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবেনা। তিনি অনুধাবন করলেন একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার যে প্রক্রিয়ায় দৃষ্টি মানুষের পাশে দাঁড়ানো যাবে তাৎক্ষণিক দুর্দশা লাঘবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা যাবে ক্ষতিগ্রস্ত, শোষিত, বঞ্চিত, প্রান্তজনকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে এসে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ ও সমাজ বিনির্মাণে যেখানে সমাজের প্রতিটি মানুষ অধিষ্ঠিত হবে মানবিক মর্যাদায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালের ১লা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি।

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি একটি স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক, অমুনাফাভোগী, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা যা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ ও সমাজ বিনির্মাণে শোষিত বঞ্চিত প্রান্তজনকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসতে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষের মৌলিক অধিকার তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষকে মর্যাদাপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এনডিপি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এনডিপি'র কর্মএলাকা বর্তমানে সিরাজগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলায় বিস্তৃত। যমুনা-পদ্মা নদী ও চলন বিল বিধৌত এসব এলাকায় অনেক চরাঞ্চল ও পিছিয়ে পড়া জনপদ আছে যেখানে মানুষের স্বাভাবিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতা খুব কম কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাই বললেই চলে। এসব এলাকার মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কিংবা দারিদ্র্য নিষ্পেষিত হওয়ায় দরিদ্র পিতা-মাতা তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারছেন না বা দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তানেরা চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে তাল মিলাতে না পেরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে ভর্তী সূযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কিংবা অকালে প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই ঝরে পড়ছে। ফলশ্রুতিতে তাঁদের বাল্য বিয়ে, শিশুশ্রম ইত্যাদির মত সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীবনভর তার প্রভাব বহন করতে হচ্ছে নির্মমভাবে।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি তাঁর কর্ম এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য সংস্থার লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর কোমলমতি শিশুদের বিদ্যালয় গমনোপযোগী করে গড়ে তোলা যাতে করে একজন শিশুও যেন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়া রোধকল্পে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ প্রস্তুতে সহযোগিতা করা, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত সৃজনশীল শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে

তোলা, জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলা যাতে তারা মাদক বা সন্ত্রাস দ্বারা আক্রান্ত না হয় পাশাপাশি দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে বিজ্ঞানভিত্তিক উচ্চতর উন্নত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব দূরিকরণে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংস্থা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অর্জিত আয় ব্যবহার করে “শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি” নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে।

২. কর্মসূচির নাম : শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (Education Support Programme-ESP)

৩. কর্মসূচির লক্ষ্য :

- ৩.১ বিদ্যালয় গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রোধ, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান, জাতীয়তা ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে শিক্ষার সামগ্রিক গুণগতমান উন্নয়নে অবদান রাখা;
- ৩.২ দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে বিজ্ঞানভিত্তিক উচ্চতর উন্নত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব দূরিকরণে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণ।

৪. কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

- ৪.১ প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থার লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর কোমলমতি শিশুদের বিদ্যালয় গমনোপযোগী করে গড়ে তোলা যাতে করে একজন শিশুও যেন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়।
- ৪.২ প্রতিবন্ধী শিশুদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিশেষ শিক্ষা নিশ্চিত করা যেমন সামাজিক শিক্ষা, শারিরীক শিক্ষা, শরীর চর্চা শিক্ষা।
- ৪.৩ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়া রোধকল্পে শিক্ষাচর্চা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ প্রস্তুতে সহযোগিতা করা।
- ৪.৪ সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করা।
- ৪.৫ সাধারণ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মানস্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা।
- ৪.৬ অনুকূল শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার মান উন্নয়ন।
- ৪.৭ মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অবদান রাখা।

৫. কর্মকৌশল :

- ৫.১ বিদ্যালয় গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রোধ, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান, জাতীয়তা ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে শিক্ষার সামগ্রিক গুণগতমান উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে :

- নির্দিষ্ট শিক্ষক এবং বিশেষায়িত শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুদের সামাজিক শিক্ষা প্রদান, বিনোদন ব্যবস্থা, শরীর চর্চা শিক্ষা সুবিধা, সচেতনতা শিক্ষা প্রদান।
- শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র এবং নির্দিষ্ট শিক্ষক এর মাধ্যমে কর্মএলাকার ছোট ছোট শিশুদের বিদ্যালয় গমনোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
- শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে নির্দিষ্ট শিক্ষক এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠ প্রস্তুত করণে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান।
- প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে ছুটির দিনছাড়া প্রতিদিন বিকেলে ২ ঘন্টা পাঠদান।
- প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়মিত পাঠদান ছাড়াও নীতি-নৈতিকতা, সামাজিক সচেতনতা, সৃষ্টিশীলতা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা, সৌহার্দ্য ও ভাতৃত্ব, সাধারণ জ্ঞান, জাতীয়তাবোধ ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়।
- দুইজন শিক্ষা সুপারভাইজার নিয়মিতভাবে শিক্ষাসহায়তা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করবেন, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার মান উন্নয়ন, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত সৃজনশীল শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন।
- সংস্থার পক্ষে একজন ফোকাল পয়েন্ট বিষয়গুলি নিয়মিত তদারকি করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন।

- শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় যে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- স্থানীয় সরকারী শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও সহযোগিতা দেয়া।

৫.২ দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে বিজ্ঞানভিত্তিক উচ্চতর উন্নত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব দূরিকরণে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে :

- সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার পরিকল্পনার আলোকে সাধারণ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিকল্পনামাফিক পরিচালনা করা।

৬. কর্ম এলাকা :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	মন্তব্য
০১	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, বেলকুচি ও চৌহালী	
০২	বগুড়া	ধুনট	
০৩	পাবনা	বেড়া	
মোট :	০৩ টি	০৬ টি	

নোট :

১. বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া রোধ, প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে তালিকায় উল্লেখিত কর্মএলাকায় কাজ করা হচ্ছে যা ভবিষ্যতে এনডিপি'র সমগ্র কর্মএলাকায় প্রয়োজন ও সংস্থার সামর্থ্য বিবেচনা করে নিয়মিত বাৎসরিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে সম্প্রসারণ করা হবে।
২. সাধারণ উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞানভিত্তিক ও কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংস্থা দেশের অভ্যন্তরে সম্ভাব্যতা যাচাই করে সুবিধাজনক যেকোন স্থানে এধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বা সমমনা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

৭. লক্ষিত জনগোষ্ঠি :

- সিরাজগঞ্জ জেলার, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কান্দাপাড়া গ্রামের এনডিপি'র উপকারভোগী দরিদ্র পরিবারের প্রতিবন্ধী সকল শিশু।
- কর্মএলাকা ০৩ টি জেলার, ৬ টি উপজেলার ৪১ টি গ্রামের এনডিপি লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠির দরিদ্র পরিবারের বিদ্যালয় গমনোপযোগী এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত সকল শিশু।
- সাধারণ উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কারিকুলামের আওতায় নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষার্থীগণ এর উপকারভোগী জনগোষ্ঠি হবেন।

৮. কর্মসূচি বাস্তবায়নকাল : এই কর্মসূচি ২০০৯ সাল থেকে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। শুরু (২০০৯ সাল) থেকে জুন ৩০, ২০১৭ পর্যন্ত সময়কে একটি অধ্যায় বা ধাপ বিবেচনা করে ৩০.০৬.২০১৭ তারিখে প্রথম ধাপের কাজ সমাপ্ত করে জুলাই ০১, ২০১৭ ইং তারিখ থেকে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য এই কর্মসূচি প্রনয়ন করা হলো।

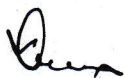
৯. কার্যক্রম :

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির কার্যক্রমগুলি হবে নিম্নরূপ :

- ৯.১ জনবল (শিক্ষক/শিক্ষিকা-৪২ জন ও শিক্ষা সুপারভাইজার-০২ জন) নিয়োগ। যেহেতু চলমান কর্মসূচি সেহেতু যাঁরা আগে থেকে কাজ করছেন তাঁরাই ধারাবাহিক কাজে নিয়োজিত থাকবেন। যদি কোন কারনে পদ শূন্য হয় তবে শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হবে।
- ৯.২ প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন;
- ৯.৩ ছাত্র-ছাত্রী তালিকাভুক্তিকরণ;

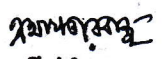
এনডিপি নিজস্ব তহবিলে পরিচালিত শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি রূপরেখা-২০১৮

পৃষ্ঠা-৩



Md. Alauddin Khan
Executive Director
National Development Programme-NDP

e-NDP


Chairperson
National Development Programme-NDP

- ৯.৪ শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিতকরণ;
- ৯.৫ শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র চালুকরণ;
- ৯.৬ নিয়মিত পাঠদান;
- ৯.৭ নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত শিক্ষা প্রদান;
- ৯.৮ জাতীয়তা ও মূল্যবোধ সৃষ্টিকরণ;
- ৯.৯ সাধারণ উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞানভিত্তিক ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, কারিকুলাম প্রস্তুত ও নির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা।
- ৯.১০ বৃত্তি-উপবৃত্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রী বাছাইকরণ;
- ৯.১১ বৃত্তি-উপবৃত্তি প্রদান;
- ৯.১২ বাৎসরিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন;
- ৯.১৩ মিটিং আয়োজন/অভিভাবক সমাবেশ;
- ৯.১৪ মনিটরিং সুপারভিশন।

১০. কর্মসূচির জনবল : শিক্ষক/শিক্ষিকা ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন, শিক্ষা সুপারভাইজার ২ (দুই) জন।

১১. ফলাফল :

- ১১.০১ ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষক মন্ডলী সচেতন হবেন।
- ১১.০২ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে কর্মএলাকার ভর্তি উপযোগী সকল শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে।
- ১১.০৩ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রোধ হবে।
- ১১.০৪ ছাত্র-ছাত্রীগণ পাঠ্যক্রম বহির্ভূত সৃজনশীল শিক্ষায় শিক্ষিত হবে।
- ১১.০৫ সাধারণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক উচ্চ শিক্ষার ও কারিগরী শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে।
- ১১.০৬ শিক্ষার সামগ্রীক মানের উন্নয়ন হবে।
- ১১.০৭ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে জাতীয়তাবোধ ও মূল্যবোধ জাহ্নত হবে।
- ১১.০৮ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে
- ১১.০৯ মাদক, সন্ত্রাস ও দূনীতি বিরোধী মনোভাব জাহ্নত হবে।

১২. নির্ধারিত বাজেট ও তহবিলের উৎস : ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য নির্ধারিত বাজেট = ২০,৯৯,০০০.০০ (বিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকা মাত্র। ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট বছরের শুরুতে বাজেট বরাদ্দ করা হবে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বিস্তারিত বাজেট বিবরণী সংযুক্তি-০১ এ দেখানো হলো।

১৩. মনিটরিং ও সুপারভিশন : শিক্ষা সুপারভাইজারগণ নিয়মিতভাবে শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করবেন, পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত অসঙ্গতিসমূহ দূরিকরণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন ও নিয়মিত ফলোআপ করবেন। ফোকাল পয়েন্ট মাঝে মাঝে কর্মসূচি পরিদর্শন করে কর্মসূচির গুণগত মান বজায় রাখায় যথাযথ দিক নির্দেশনা দিবেন। প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা যেমন পরিচালক (কর্মসূচি), নির্বাহী পরিচালক মাঝে মাঝে কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন ও যথাযথ মান অর্জনে দিকনির্দেশনা দিবেন।

১৪. প্রতিবেদন প্রনয়ন, নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন : কর্মসূচির মাসিক প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হবে। প্রধান কার্যালয় নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক কর্মসূচির কার্যক্রম নিয়মিত নিরীক্ষা করা হবে। প্রতি বছর কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হবে।

===0===

এনডিপি-প্রতিবন্ধিতা ও উন্নয়ন কর্মসূচি-রূপরেখা

১ম সংস্করণ
জুলাই ২০১৭ থেকে কার্যকরী



ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ী, শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

ফোনঃ ০৭৫১-৬৩৮৭০-৭১; ফ্যাক্সঃ ০৭৫১-৩৮৭৭

ই-মেইলঃ akhan_ndp@yahoo.com

ওয়েবঃ www.ndpbdd.org

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

প্রধান কার্যালয়

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ী, শহীদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ-৬৭০৩

কর্মসূচি রূপরেখা (Programme Design)

এনডিপি-প্রতিবন্ধিতা ও উন্নয়ন কর্মসূচি (Disability and Development Programme-DDP)

ভূমিকা :

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ একটি দেশ। দুর্যোগ আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বড় অন্তরায়। প্রতি বছরই বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে বন্যা, খরা, শৈত প্রবাহ, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণীঝড়, শিলাবৃষ্টি, জলোচ্ছাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অন্যতম। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-মধ্যমাঞ্চল তথা সিরাজগঞ্জ জেলা ও এর পাশ্চাত্য জেলাসমূহ যেমন পাবনা, নাটোর, বগুড়া, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ ইত্যাদি যমুনা-পদ্মা অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় এই সকল জেলাসমূহ বর্ষা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমানভাবে বিপদাপন্ন। প্রতি বছরই আমাদের এই সমস্ত দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। ১৯৮৮ সালের স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা এবং পরবর্তী ১৯৯০ সালের বড় বন্যায় দেশের অন্যান্য এলাকার মত উত্তর জনপদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৎকালীন সময়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা বন্যাকালীন ও বন্যা পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করে দূর্গত মানুষের দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা করে। এনডিপির প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দীন খান সেইসময় দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার সাথে থেকে এলাকার দূর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময়গুলিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে দূর্গত মানুষের দুর্গতি অনুধাবন করে তাঁর মনে হয়েছে এই ধরনের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম দৃষ্টি মানুষের সীমাহীন সমস্যার ক্ষণস্থায়ী সমাধান হলেও এটা কখনই টেকসই কোন পদ্ধতি নয় এবং কার্যতঃ এই প্রক্রিয়ায় কখনই মানুষ দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবেনা। তিনি অনুধাবন করলেন একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার যে প্রক্রিয়ায় দৃষ্টি মানুষের পাশে দাঁড়ানো যাবে তাৎক্ষণিক দুর্দশা লাঘবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা যাবে ক্ষতিগ্রস্ত, শোষিত, বঞ্চিত প্রান্তজনকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে এসে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ ও সমাজ বিনির্মাণে যেখানে সমাজের প্রতিটি মানুষ অধিষ্ঠিত হবে মানবিক মর্যাদায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালের ১লা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি।

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি একটি স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক, অমুনাফাভোগী, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা যা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ ও সমাজ বিনির্মাণে শোষিত, বঞ্চিত প্রান্তজনকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসতে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষের মৌলিক অধিকার তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষকে মর্যাদাপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এনডিপি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এনডিপি'র কর্মএলাকা বর্তমানে সিরাজগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলায় বিস্তৃত। যমুনা-পদ্মা নদী ও চলন বিল বিধৌত এসব এলাকায় অনেক চরাঞ্চল ও পিছিয়ে পড়া জনপদ আছে যেখানে অসচেতনতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদি কারণে বহু প্রতিবন্ধী মানুষ জন্ম নিচ্ছে। মানবিক চেতনার অভাব ও প্রয়োজনীয় সূযোগ সুবিধা না থাকায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠি অযত্ন, অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া এলাকায় গর্ভকালীন, প্রসবকালীন, ও জন্ম পরবর্তী সময়ে প্রসূতি মায়ের যথাযথ পরিচর্যার অভাব, ভুল চিকিৎসা, ঔষধের ক্ষেত্রে সঠিক মান ও মাত্রা নিয়ন্ত্রণ না করা, অদক্ষ দ্বারা প্রসব করানো, পুষ্টি অভাব, পারিবারিক নির্যাতনের প্রভাব ও জন্মগতভাবে ও অজানা বহুবিধ কারণে অনেক শিশু প্রতিবন্ধী হয়ে জনসংগ্রহণ করে থাকে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠি বিশেষত নারী ও বয়স্ক ব্যক্তিগণ সমাজে অবহেলার শিকার হচ্ছে সবচাইতে বেশি। অথচ একটু সচেতনতা, সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি কিছুটা মানবিক আচরণ ইত্যাদি নিশ্চিত করা সম্ভব হলে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজের বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হতে পারে।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি তাঁর কর্ম এলাকায় প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে ব্যাপকভিত্তিক সচেতনতা সৃষ্টি, প্রতিবন্ধীদের জন্য মানবিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, প্রতিবন্ধীদের সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সেবায় সংযোগ স্থাপন, চিকিৎসা সহায়তা সেবা, আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ, আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও সফলভাবে পরিচালনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগণের পুনর্বাসন ও জীবনমান উন্নয়ন ও মূল ধারার নাগরিক হিসাবে তাঁদের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অর্জিত আয় ব্যবহার করে “প্রতিবন্ধিতা ও উন্নয়ন কর্মসূচি” নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে।

২. কর্মসূচির নাম : প্রতিবন্ধীতা ও উন্নয়ন কর্মসূচি (Disability and Development Programme-DDP)

৩. কর্মসূচির লক্ষ্য : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসন ও জীবনমান উন্নয়ন।

৪. কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

৪.১ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রকৃত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা।

৪.২ প্রতিবন্ধী শিশুদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিশেষ শিক্ষা নিশ্চিত করা যেমন সামাজিক শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, শরীর চর্চা শিক্ষা ইত্যাদি।

৪.৩ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসুবিধা নিশ্চিতকরণ।

৪.৪ ভোটাধিকার প্রয়োগ, যোগাযোগ, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অধিকার নিশ্চিতকরণ।

৪.৫ চাকুরী ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

৪.৬ নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো।

৪.৭ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।

৫. কর্মকৌশল :

- প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী খুঁজে বের করে তালিকাভুক্তকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রদান।
- নির্দিষ্ট শিক্ষক এবং বিশেষায়িত শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুদের সামাজিক শিক্ষা প্রদান, বিনোদন ব্যবস্থা, শরীর চর্চা শিক্ষা সুবিধা, সচেতনতা শিক্ষা প্রদান।
- প্রাথমিক পুনর্বাসন থেরাপী।
- চিকিৎসা সেবা ও রেফারেল ব্যবস্থা।
- বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারীদের সাথে সংযোগ স্থাপন।
- মিটিং/এ্যাডভোকেসি।
- সংস্থার পক্ষে একজন ফোকাল পয়েন্ট বিষয়গুলি নিয়মিত তদারক করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন।

৬. কর্ম এলাকা : সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, বেলকুচি, চৌহালি, রায়গঞ্জ এবং তাড়াশ (০৫-পাঁচটি) উপজেলা।

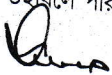
৭. লক্ষিত জনগোষ্ঠী : সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, বেলকুচি, চৌহালি, রায়গঞ্জ এবং তাড়াশ উপজেলার ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল সকল বয়সের নারী-পুরুষ প্রতিবন্ধী মানুষ, তালিকাভুক্ত ১,৭৬৫ জন।

৮. কর্মসূচি বাস্তবায়নকাল : এই কর্মসূচি ২০০০ সাল থেকে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। শুরু (২০০০) সাল থেকে জুন ৩০, ২০১৭ পর্যন্ত সময়কে একটি অধ্যায় বা ধাপ বিবেচনা করে ৩০.০৬.২০১৭ তারিখে প্রথম ধাপের কাজ সমাপ্ত করে জুলাই ০১, ২০১৭ ইং তারিখ থেকে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য এই কর্মসূচি প্রনয়ন করা হলো।

৯. কার্যক্রম :

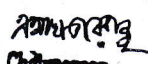
- ৯.১ জনবল (সহকারী ব্যবস্থাপক-০১ জন, কর্মসূচি সহায়ক-০১ জন, সোশ্যাল কমিউনিকেশন-০১ জন) নিয়োগ। যেহেতু চলমান কর্মসূচি সেহেতু যাঁরা আগে থেকে কাজ করছেন তাঁরাই ধারাবাহিক কাজে নিয়োজিত থাকবেন। যদি কোন কারনে পদ শূন্য হয় তবে শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হবে;
- ৯.২ প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন;
- ৯.৩ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী জরিপ ও তালিকাভুক্তি;
- ৯.৪ অভিভাবক প্রশিক্ষণ;
- ৯.৫ কাউন্সেলিং (পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, সমাজ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ)
- ৯.৬ প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরণ বিতরণ (চেয়ার, স্পেশাল চেয়ার, অক্সিলারী ক্র্যাচ, এলবো ক্র্যাচ, স্ট্রেন্থেনিং টেবিল, কর্ণার চেয়ার, চশমা, সাদা ছড়ি, ট্রাই-সাইকেল ইত্যাদি);
- ৯.৭ শীতবস্ত্র বিতরণ;

এনডিপি নিজস্ব তহবিলে পরিচালিত প্রতিবন্ধীতা ও উন্নয়ন কর্মসূচি রূপরেখা-২০১৮



Md. Alauddin Khan
Executive Director
National Development Programme-NDP

পৃষ্ঠা- ২


Chairperson
National Development Programme-NDP

Md. Al.
Execu
nal Develop

- ৯.৮ বিশেষায়িত শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
 ৯.৯ সরকারী নিবন্ধন প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;
 ৯.১০ প্রতিবন্ধীদের আই.জি.এ প্রশিক্ষণ;
 ৯.১১ আইজিএ সহায়তা
 ৯.১২ সার্ভিস চার্জ মুক্ত/ স্বল্প সার্ভিস চার্জে ঋণ বিতরণ;
 ৯.১৩ প্রাইমারী রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপী;
 ৯.১৪ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান;
 ৯.১৫ স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন;
 ৯.১৬ বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ;
 ৯.১৭ রেফারেল সেবা;
 ৯.১৮ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরের সাথে মিটিং/এ্যাডভোকেসী মিটিং/মিডিয়া এ্যাডভোকেসী;
 ৯.১৯ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারীর সাথে সংযোগ স্থাপন;
 ৯.২০ মনিটরিং সুপারভিশন;
 ৯.২১ প্রতিবেদন প্রনয়ন, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন।

- কর্মসূচির জনবল :
 ১০.০১ সহকারী ব্যবস্থাপক : ০১ জন;
 ১০.০২ কর্মসূচি সহায়ক : ০১ জন;
 ১০.০৩ সোস্যাল কমিউনিকটর : ০১ জন;

- ফলাফল :
 ১১.০১ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজন সচেতন ও সংবেদনশীল হবে।
 ১১.০২ প্রতিবন্ধিগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মর্যাদা ও অধিকার পাবে।
 ১১.০৩ প্রতিবন্ধীদের চলাফেরা ও বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে।
 ১১.০৪ প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।
 ১১.০৫ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে মানুষের আচরণগত দিকের পরিবর্তন হবে।
 ১১.০৬ প্রতিবন্ধিতার কারণ জানতে পারবে ফলে প্রতিবন্ধিতার হার কমবে।
 ১১.০৭ বিভিন্ন সেবায় প্রতিবন্ধীদের অভিজ্ঞতার হার বৃদ্ধি পাবে।
 ১১.০৮ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাঁদের জীবনযাত্রা মানের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে।
 ১১.০৯ প্রতিবন্ধী জনগণ সহায়ক উপকরণ প্রাপ্ত হয়ে তাদের কষ্ট লাঘবে সক্ষম হবে।
 ১১.১০ প্রতিবন্ধী জনগণ চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্ত হবে।
 ১১.১১ প্রতিবন্ধী জনগণ প্রতিবন্ধী কার্ড পাবে যার ফলে বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে।
 ১১.১২ অধিক বিপদাপন্ন প্রতিবন্ধিগণ সামাজিকভাবে ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত হবে।

২. নির্ধারিত বাজেট ও তহবিলের উৎস : ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য নির্ধারিত বাজেট = ৯,৬৭,৮০০.০০ (নয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার আটশত) টাকা মাত্র। ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট বছরের শুরুতে বাজেট বরাদ্দ করা হবে। বিস্তারিত বাজেট বিবরণী সংযুক্তি আকারে দেখানো হলো।

৩. মনিটরিং ও সুপারভিশন : সহকারী ব্যবস্থাপক নিয়মিতভাবে কর্মসূচির কার্যক্রম তদারক করবেন, পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত অসঙ্গতিসমূহ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন ও নিয়মিত ফলোআপ করবেন। ফোকাল পয়েন্ট মাঝে মাঝে কর্মসূচি পরিদর্শন করে কর্মসূচির গুণগত মান বজায় রাখায় যথাযথ দিক নির্দেশনা দিবেন। প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা যেমন পরিচালক (কর্মসূচি), নির্বাহী পরিচালক মাঝে মাঝে কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন ও যথাযথ মান অর্জনে দিকনির্দেশনা দিবেন।

৪. প্রতিবেদন প্রনয়ন, নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন : কর্মসূচির মাসিক প্রতিবেদন প্রনয়ন করা হবে। প্রধান কার্যালয় নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক কর্মসূচির কার্যক্রম নিয়মিত নিরীক্ষা করা হবে। প্রতি বছর কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হবে।

==o==

এনডিপি নিজস্ব তহবিলে পরিচালিত প্রতিবন্ধিতা ও উন্নয়ন কর্মসূচি রূপরেখা-২০১৮

পৃষ্ঠা- ৩

Md. Alauddin Khan
 Executive Director
 National Development Programme-NDP

Chairperson
 National Development Programme-NDP